~~৩৫~~

৫

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 13. JAN 1993
পৃষ্ঠা ... ... কলাম ... ...

৯৫

বাংলাদেশের ডিগ্রীর মান নূতনভাবে মূল্যায়নের তাগিদ

॥ নাজিমউদ্দিন মোস্তান ॥

স্বাধীনতার পর হইতে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী এবং ৮৩ হইতে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ ও ৮৪ হইতে স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজের ডিগ্রী ছাড়া বাংলাদেশের আর কোন ডিগ্রী বৃটেনে স্নাতকোত্তর অধ্যয়নের জন্য আজও স্বীকৃতি লাভ না করায় বাংলাদেশের বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার শাস্ত্রসহ নানা বিষয়ে উচ্চতর শিক্ষা প্রত্যাশী মেধাবী তরুণদের ২/৩ বৎসর সময় খোয়াইয়া আবার বিদেশী ডিগ্রী

(১১শ পৃঃ ৩-এর কঃ দ্রঃ)

মূল্যায়নের তাগিদ

(১ম পৃঃ পর)

অর্জন ও পরে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা করিতে হইতেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রনিক্স ও পদার্থ বিজ্ঞানসহ সেরা বিষয়গুলির মেধাবী শিক্ষার্থীরাও এ পরিস্থিতির শিকার। নব বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার পণ্ডিত ও শিক্ষকগণ গত দুইদশকে শিক্ষামানের ক্ষেত্রে অর্জিত অত্যন্ত বাস্তব অগ্রগতির আলোকে বৃটিশ কাউন্সিল ও বৃটেনের শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সহিত বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও সরকারকে দুইদেশের শিক্ষামানের পারম্পর্য পুনঃ নির্ধারণের তাগিদ দিয়াছেন। অনুসন্ধানে দেখা গিয়াছে, ২টি মেডিক্যাল কলেজ চেষ্টা চালাইয়া ৭০-এর দশকের শিক্ষামানের পারম্পর্য বদলাইতে পারিয়াছে। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও মঞ্জুরী কমিশন এব্যাপারে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ ও তাগিদে বৃটেনের শিক্ষা কর্তৃপক্ষের সহিত আলোচনায় উদ্যোগী হইতেছে না।

বর্তমানে বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি)কে অর্ডিনারী লেভেল (ও-লেভেল)-এর চাইতে নিম্নমানের ধরা হয়। এমনকি শীর্ষস্থান ও ষ্টার মার্কের তরুণেরাও ইহা হইতে রেহাই পায় না। এইচএসসিকে ধরা হয় "মোটামুটি ও-লেভেল"। পলিটেকনিক ডিপ্লোমায়—এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিন বৎসরের ব্যাপক অধ্যয়ন ও অনুশীলনের প্রয়োজন পড়ে। এ ডিপ্লোমাকে "ও-লেভেল-এর চাইতে খানিকটা উপরে" ধরা হয়। ঢাকাস্থ বৃটিশ কাউন্সিলে বিভিন্ন দেশের শিক্ষামানের পারম্পর্য-বিষয়ক কর্মপুস্তকে বাংলাদেশের শিক্ষামানকে সমমানের বৃটিশ শিক্ষামানের সমতুল্য গণ্য না করার কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় এখন সময় মত কোর্স সমাধা করিতে পারে না। 'আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক হাঙ্গামায়' কোর্স বিলম্বিত হয়। পরীক্ষা বহুবার পিছায়। পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বছরটি ডিগ্রীতে উল্লেখ না করিয়া, যে বছর পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল, সেই বছরটি ডিগ্রী প্রদানের তারিখ বলিয়া উল্লেখ করা হয়।

শিক্ষাবিদগণ স্বীকার করেন, স্বাধীনতার পর এ অবস্থা হয়তবা ছিল। সাম্প্রতিককালে পরিস্থিতিতে অনেক উন্নতি ঘটিয়াছে।

এখন নববিজ্ঞান ও প্রয়োগবিজ্ঞানের নানা শাখায় শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মনোযোগী। ফলে পারম্পর্য পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়াছে।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা জানান, বাংলাদেশের পাস ও অনার্সসহ প্রায় সকল ব্যাচেলর ডিগ্রীকে বৃটেনের এ-লেভেল বলিয়া গণ্য করা হয়। ফলে এখানে স্নাতক অর্জনের পর আবার দুবছর অধ্যয়ন করিয়া বৃটিশ স্নাতক ডিগ্রী অর্জনের পর শিক্ষার্থীরা স্নাতকোত্তর পর্বে পা দিতে পারেন। শিক্ষানুরাগী শিক্ষকগণ এইচএসসিতে শীর্ষ স্থান ও নোটার মার্ক (৮০%) অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের অন্ততঃ এ লেভেলের 'সি' গ্রেড ধরিয়া উচ্চ শিক্ষার সুযোগদানের জন্য দুই দেশের সরকারকে আলোচনা করার আহ্বান জানাইয়াছেন। ঢাকায় বেসরকারী উন্নত মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যখন বৃটিশ ও বিদেশী ভার্সিটির আওতায় ঢাকায় শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ করিবে, তখনও এই মান পারম্পর্যের কারণে শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের তুলনায় পিছাইয়া পড়িবে। এসমস্যা দূরীকরণের জন্য তাই দাবী এখন প্রবল।